REG...

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গি... সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

বিজ্ঞাপন।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 8th August 1923 | ৮ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ২৬ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮৷১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

...াজারের মহারাজ।

—:০:—

"সঞ্জীবনী"তে প্রকাশ,—"কাশীমবাজারের মহারাজ বিনয়ী ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারী ইংরেজের নিকট বন্ধক পড়িল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। রয়টার ইংলণ্ড হইতে এই খবর পাঠাইয়াছেন যে, মহারাজার জমিদারী বন্ধক রাখিয়া ইংলণ্ড হইতে ৬,৭৫,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১,০১,২৫,০০০ টাকা ৬৷৹ টাকা সুদে ধার করার আয়োজন করা হইয়াছে। শুনা যায়, গিলাণ্ডার্স আরবুথনট কোম্পানী ২০ বছরের জন্য জমিদারীর কর্ত্তা হইবেন। মহারাজ খোরপোষ বাবদে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। মহারাজার বিপুল দান ছিল। সে দানের প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া যাইবে, মহারাজ কি সে ক্লেশ সহিতে পারিবেন? মহারাজার কথা ভাবিয়া হৃদয় অবসন্ন হইতেছে।" আমাদেরও হৃদয় অবসন্ন হইতেছে।

জার্ম্মানদের আশ্চর্য্য প্রতিভা।

—:০:—

জার্ম্মানেরা বুঝি জগতে একটা প্রলয় কাণ্ডই ঘটায়। সাধে কি ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী জার্ম্মানদের আতঙ্কে এমন শিহরিয়া উঠিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকরা এবার মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকেই বিগড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাধ্যাকর্ষণের বলেই জিনিষ উপর হইতে নীচুতে পড়ে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকেরা, শুনা যাইতেছে একটী আলোক রশ্মি বাহির করিয়াছেন; ঐ আলোক রশ্মি যে জিনিষের উপর ফেলা যাইবে, সে জিনিষ যতই ভারী হউক না কেন —একটা লোহার কড়িকাঠ হইলেও—তাহা নীচে পড়িবে না, শূন্যেই থাকিবে। বড় বড় বিজ্ঞানবিদেরা নাকি বলিতেছেন যে, এই আবিষ্কারের জোরে একদিন শূন্যপথে বড় বড় ট্রেণ চলিতে পারিবে, ট্রেণের লাইন হইবে ঐ আলোকরশ্মি।

বেত মারার ব্যবস্থা।

—:০:—

গত ১৬ই শ্রাবণ কলিকাতা গেজেটে বেশ্যা-ব্যবসা বন্ধ করা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মফস্বল হইতে প্রায় পনের শত স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া পাপের ব্যবসা খুলিবার জন্য কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। যেভাবে এইসকল রমণীদের অধিকাংশকে সংগ্রহ করা হয়, তাহা যেমন ঘৃণ্য তেমনি পাশবিক। যে সব আড়কাঠি তাহাদিগকে সংগ্রহ করে, কোনও পাপ কাজই করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। সিলেকট কমিটী এই আড়কাঠিদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য বেতের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। বেত্রদণ্ড অতি বর্ব্বর শাস্তি হইলেও এই আড়কাঠি বর্ব্বরদিগকে সায়েস্তা করিবার এক উৎকৃষ্ট উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

...ন কমিউনিক।

—:০:—

...ইন...রের ডাকাতি।

...দ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ।

...কার্য্যানুষ্ঠানের প্রথমাবস্থায় যে দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ...র পরিদর্শনে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট চর মানাইরে রওনা করেন। তাঁহার লঞ্চের বয়লার পরিষ্কার করা হইতেছিল বলিয়া তিনি সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রওনা হইতে পারেন নাই। পরদিন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে সঙ্গে লইয়া তিনি রওনা হন এবং ১৯শে জুন তারিখে চর মানাইরে পৌঁছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দুইজন ১৮ই জুন তারিখেই তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন! তাঁহারা গ্রামবাসীদের জবানবন্দী লইতে আরম্ভ করিলে স্বেচ্ছাসেবকেরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জেরাস্বরূপে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি করে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরা এই আপত্তি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে স্বেচ্ছাসেবকেরা চলিয়া যায়।

এক নোটীশ প্রচার করিয়া, তৎপরে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কার্য্যারম্ভ করেন। ঐ নোটীশে লিখা হইয়াছিল যে, পুলিশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ সকল উপস্থিত করা হইয়াছে; যে কেহ এ সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারে সে যেন তাঁহার তাঁবুতে আসিয়া খবর দেয়, লজ্জা বা কলঙ্কের ভয়ে কোন স্ত্রীলোক সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতে অসম্মত হইলে তাহার যে পুরুষ আত্মীয়স্বজন থাকে তাহারা গোপনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সে সম্বন্ধে বলিতে পারে এবং গোপনে তদন্ত করা হইবে বলিয়া ভরসা দেওয়াও হয়। এই নোটীশের যথাসম্ভব বহুল প্রচারের পক্ষে সম্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া যাহাদের নাম জেলের কয়েদীদের কাছে শুনা গিয়াছিল তাহাদের উপর বিশেষ করিয়া ঐ নোটীশ জারী করা হইয়াছিল। এই নোটীশে কেহ উপস্থিত হয় নাই। যাহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে এই নোটীশ বাহির করা হয় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, কেহ কেহ বা সংবাদ পাঠাইয়াছিল যে, তাহাদের কোনও অভিযোগ করিবার নাই।

কাজে কাজেই তিন দিন ধরিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হইয়াছিল। তদন্ত করিবার পূর্ব্বে একমাত্র মৃত গাইজুদ্দিনের ব্যাপার ছাড়া, অন্য অন্য ব্যাপারে যাহাদের কোনও অভিযোগ আসিবার কথা ছিল বলিয়া শুনা গিয়াছিল জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বাড়ী বাড়ী তদন্ত করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি বাবু সুরেন্দ্র মোহন বসু, যিনি ১৭ই জুন সকাল পাঁচটার সময়ে ফরিদপুর হইতে রওনা হইয়াছিলেন, এবং ভাঙ্গা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী বাবু যতীন ভট্টাচার্য্য এই দুই জনকে মৃত গাইজুদ্দিনের ভ্রাতা দলিলুদ্দিনের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখেন। ফরিদপুরে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে সকল নাম বলিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল এই লোক দুইটী সেই সকল নাম প্রকাশ করেন। তখন প্রত্যেক ঘটনাটির পৃথকভাবে তদন্ত করা হয়; ঐ তদন্তের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ছাড়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত ধরণের কতকগুলি অভিযোগ পাইয়াছিলেন। পুলিশ কর্ত্তৃক অত্যাচার উৎপীড়ন সম্বন্ধে তাহাদের কোনও অভিযোগ করিবার আছে কি না স্ত্রীলোকদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলে যে তাহাদিগকে অভদ্র ভাষায় গালি দেওয়া হইয়াছিল এবং বাড়ীর পুরুষদের ঠিকানা সম্বন্ধে পুলিশ যখন তদন্ত করিতেছিল তখন কোন কোন স্থলে তাহাদের মাথা বা হাত ধরা হইয়াছিল। এই সকল অভিযোগের কারণ প্রধানতঃ ১৮ই মে ও ৫ই জুন তারিখে ঘটিয়াছিল এরূপ বলা হয়। ঐ দুই তারিখেই গেজেটভুক্ত কর্ম্মচারিগণ ঐ গ্রামেই হাজির ছিলেন। এ অবস্থায় ঐ সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিতমত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে ঐ দুই তারিখে পলাতক আসামীদের অনেকের বাড়ীতেই খানাতল্লাসী করা হয় এবং এই সকল বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করার আবশ্যকতাও বেশ সহজেই বুঝা যায়। কোনও ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে এরূপ দেখা গেলে পুলিশ কর্ম্মচারী যে লোকটীকে খোঁজ করিতেছে তাহার ঠিকানা সম্বন্ধে ঐ স্ত্রীলোকটীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত এই যে কোনও স্ত্রীলোককে যখন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল তখন কোন কোন স্থলে হয়ত তাহাকে হাত ধরিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক স্ত্রীলোকই এই কাজটীকে অসম্মানসূচক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল; ইহা ছাড়া আরও যে কিছু ঘটিয়াছিল তাহা তাহারা অস্বীকার করে। ক্রমশঃ

মানব-প্রকৃতি ও সমাজ।

—•—

মানব কখনও বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না। তাহাকে সমাজবদ্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিতে হইবেই ইহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এ ক্ষেত্রে সমাজ যদি প্রাণহীন হয়, সমাজে যদি ঔদার্য্য না থাকে, আপন স্বেচ্ছাচারিতাবশে সামাজিক ব্যবহার ব্যবস্থা বিধান ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং রীতিনীতির যদি ব্যভিচার হয়, ন্যায় বুদ্ধি, বিচার বুদ্ধি, বিবেক বুদ্ধি যদি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয়, কেবলমাত্র ধন গর্ব্বিত ঐশ্বর্য্যশালীদের পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্যে যদি সমাজ পরিপূর্ণ করে, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়া দরিদ্র যদি সমাজে অশেষবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে থাকে, একই সমাজে বাস করিয়া তাহারা যদি অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় ও অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করে, আর সেই দরিদ্রকুলের দুঃখ দুর্দ্দশায় যদি সমাজের কাহারও প্রাণ না কাঁদে কাহারও হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহা হইলে সে সমাজে বাসের সুখ কি? সে সমাজ ত গলিত শবতুল্য। সে সমাজে বাস করা অপেক্ষা জনমানবহীন নির্জ্জন বনস্থলে কিম্বা নিসর্গ নির্ম্মিত গিরি গহ্বরে বাস করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ নহে কি?

সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে সমাজে সহানুভূতি নাই, সমবেদনা নাই, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণের প্রভাব নাই, সৎসাহস নাই, যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা নাই, সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা নাই সে সমাজে বাস করা অপেক্ষা মরুশয্যা অথবা বনবাসই শ্রেয়ঃ। সকলেই বলিবেন সে কি আবার সমাজ?

কিন্তু বৈচিত্র্যের বিষয় কেহই সমাজ ত্যাগ করিতে পারিবেন না, সমাজবদ্ধ জীবের সমাজ বাস নিতান্ত স্বাভাবিক। সমাজের পীড়ন নির্য্যাতন বুক পাতিয়া সহ্য করিবে সে নির্য্যাতনে বক্ষের পঞ্জর খসিয়া পড়িবে, দুর্ব্বল প্রবলের লগুড়াঘাত মাথা পাতিয়া লইবে, সে প্রহারে মস্তক চূর্ণীকৃত হইবে তথাপি সমাজ ত্যাগ করিতে পারিবে না, সমাজ বাস মানব-প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভ হইতে মানব আপনাকে সমাজ-বন্ধনে বাঁধিতে শিক্ষা করে। ইহা তাহার জন্মগত অভ্যাস।

এই ত গেল মানবের সমাজ সহবাসের কথা, সমাজের প্রতি তাহার ভালবাসার কথা। কিন্তু সমাজ বুঝে কৈ?

মানব বিশেষের অস্তিত্ব মানব বিশেষের জন্য হইতে পারে কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব মানব সঙ্ঘের জন্য এ কথা সমাজকে স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজের সুবিধার জন্য মানবের সৃষ্টি হয় নাই, মানবগণের সুখ ও সুবিধার জন্যই সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ধ্রুব সত্য।

এ ক্ষেত্রে সমাজ যদি যথেচ্ছাচারী দুর্নীতিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নানাপ্রকার বিধিহীন, সংযমহীন এবং ব্যবহার-বিরুদ্ধ অধিকারের দাবী করে। যাহাদিগকে লইয়া তাহার অস্তিত্ব তাহাদিগকে সমান ভাল না বাসে প্রত্যেককে সমচক্ষে না দেখে, প্রত্যেকের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি না রাখে, তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। এরূপ সমাজের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রী, শক্তিহীন হইয়া তাহার গতি দিন দিন ধ্বংস ও অবনতির দিকে অগ্রসর হইবে এ কথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

অনেক মহাত্মা সমাজকে "জননী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মনুষ্যগণ সমাজ ক্রোড়েই আশ্রয় লইয়া থাকে। সমাজের দায়িত্ব অতীব গুরু। পক্ষপাতিতা সমাজের পক্ষে সাজিবে না, সমাজকে প্রত্যেকের জন্য ভাবিতে হইবে, অত্যাচার অনাচারের কদর্য্য কণ্টকিত পথ ত্যাগ করিতে হইবে, উচ্চ, নীচ, ধনী নির্ধন ভেদ ভুলিয়া যাইতে হইবে সংক্ষেপে ইহাই সমাজের কর্ত্তব্য।

অধুনা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে যেরূপ স্বেচ্ছাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে অচিরে তাহার প্রতিকূলে বাধা প্রদান না করিলে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজ একেবারে নিশ্চিহ্নরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমাজে সাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ব্যক্তিত্বের অন্যায্য অধিকার বাড়িয়া গিয়াছে। স্বার্থসাধনের অন্তরায় চিন্তা করিয়া মনুষ্য সকল গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতেছে। সরলতার সত্যপ্রিয়তার উচ্চ আদর্শ এ সমাজে বিরল হইয়াছে স্বার্থান্বেষী কপটাচারের দলই অধিক সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নানারূপ কদর্য্যনীতির বহুল প্রচলনে সমাজে প্রলয়ের বহ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

থাক এ সম্বন্ধে বলিবার বিষয় অনেক থাকিলেও আর অধিক বলিবার প্রয়াস পাইয়া কাজ নাই, এই বিশাল বিরাট হিন্দু সমাজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনু পরমাণু বিশেষ নগন্য আমি, "কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের কথা; — কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা" আমার কথা কেহ শুনিবে না, সমাজে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত, অধিকার কেবল চীৎকারে ও রোদনে, সে অধিকারটুকু হইতে আমাদিগকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আজ এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে আরও দুই একবার আমার বেদনাপূর্ণ অন্তরের অভিব্যঞ্জন ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে জানাইবার ইচ্ছা থাকিল।

বিনীত—

শ্রীননীধর মুখোপাধ্যায়।

পোঃ, আঃ মলুটী, সাঁওতাল-পরগনা।

—

বিজ্ঞাপন।

—:o:—

আমার বর্ত্তমান পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ কামিনী কুমার দাস গত ৩। ৪ বৎসর হইতে আমার ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের অবাধ্য হইয়া দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতেছে। জন্মাবধি তাহার মস্তিষ্কের দোষ দেখা যায়, সম্প্রতি কয়েক মাস হইতে তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়াছে। আমার স্বর্গীয় স্বামী ৺হরিহর দাস মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে আমি দুঃখের সহিত জনসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত কামিনী কুমার দাস নিজের খামখেয়ালি বশতঃ অথবা কোনও কু লোকের সহায়তায় তাহার পিতৃ পরিত্যক্ত স্বনামী বা বেনামী কোনও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় হেবা হস্তান্তর বা দায়যুক্ত করণ ও খাজানাদি আদায় প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিলে তাহা আমার স্বামীর উক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে আইনতঃ অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য হইবে, তাহাতে আমি বা আমার অপর পুত্রগণ কোনও রূপে বাধ্য হইব না ও হইবে না। আরও জানান যায় যে আমার স্বামীর উক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে বর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার দাস তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এবং তাঁহার নাবালক পুত্রগণের কালেক্টারি জানিত ভারপ্রাপ্ত অছি। ইতি

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

সাং উমরপুর-নপাড়া জিঃ সমসেরগঞ্জ।

দঃ তস্যা সহোদর—শ্রীশশি ভূষণ সিংহ।

গোমস্তা

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:o:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি:

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এন্টিটক্সিন আদি ইনজেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান:—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ... ও

* * * ১২৮... সালে ...

হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর,
কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,
গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,
বলরামপুর,
ইত্যাদি প্রদেশের

—নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়	সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৵০ আনা।
কাঞ্চন ঘৃত	সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷০ টাকা; ডাকে ৩৵০ আনা।
কনকাষ্টক	ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১।০ আনা।
কর্পূরাসব	প্রবল উদরাময় ও ওলাওঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷০ আট আনা; ডাকে ৸৶০ আনা।
কুটজাসব	রক্তামাশয় ও তদসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৵০
ক্ষতান্তক তৈল	দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পূয, নায়াজা ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া, ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৶০।
ক্ষুধাবতী	অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ। এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৵০ আনা।
দশনকান্তি চূর্ণ	দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে আশ্চর্য্য। এক কৌটা ।০ আনা; ডাকে ৸০

নিবেদন — অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"য়্যাড্ ইট্"

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "কিউরিশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

…ক বটীকা।

…ন্য যাবতীয় প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। …হা জ্বরে … বজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য ৪০ বটিকার কৌটার ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিসূচিকা বটীকা।

ইহা কলেরা বা ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি যাবতীয় পাকস্থলীর পীড়ারও একটী আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের খুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের উৎসবে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

১নং। **দামোদর সুধা।** ঃ— মূল্য ৷৷৵০

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ। ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷০ আনা।

৩নং। **স্পিরিট ক্যাম্ফর** ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। **একজিমা** ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৷০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোঃ গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।